ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ৯৩তম বোর্ডসভার কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ২৩ জুন, ২০১০
স্থান ঃ সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি ঃ কর্ণেল তানভির হাসান মজুমদার
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

(১) ক্যাপ্টেন আসলাম পারভেজ, (ট্যাজ), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন — অনুপস্থিত
অধিনায়ক
বিএনএস হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(২) গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ওয়াসেক ইকবাল খান মজলিশ, পিএসসি, জিডি(পি) — অনুপস্থিত
অধিনায়ক (প্রশাসনিক শাখা)
বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৩) লেঃ কর্ণেল মোঃ সাঈদ আনোয়ারুল ইসলাম — উপস্থিত
সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৪) প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট — উপস্থিত
সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৫) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ মোতাহার হোসেন — উপস্থিত
বাড়ী#১৮৬, লেন#৩, ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৬) জনাব হেলাল উদ্দিন আহ্‌মেদ — উপস্থিত
বাড়ী#১৯, রোড#৩, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা
ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

(৭) শাহে এলিদ মাইনুল আমিন — অনুপস্থিত
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, ঢাকা
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

এছাড়া সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেঃ জেনাঃ আহমেদ ইমরুল কায়েস, এনডিইউ, পিএসসি (অবঃ), সেক্রেটারী, বনানী ডিওএইচএস পরিষদ, মেজর খন্দকার নুরুল আফসার (অবঃ), সেক্রেটারী, মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদ, লেঃ কর্নেল এম আব্দুর রব (অবঃ), সেক্রেটারী, বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদ এবং লেঃ কর্ণেল মোঃ শায়েরুজ্জামান, পিএসসি (অবঃ), সেক্রেটারী, মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ।

চলমান পাতা-২

সভার শুরুতেই উপস্থিত সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় আলোচ্যসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ঃ-

আলোচ্যসূচী-১ ঃ গত ৩১ মে, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়করণ।

আলোচনা ঃ • গত ৩১ মে, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উক্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভায় সর্বসম্মত মত প্রকাশ করা হয়।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ গত ১৫ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনান্তে দৃঢ়করণ করা হলো।মে, ২০১০ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার হালনাগাদ সথ্যাদি অবলোকন।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ মে, ২০১০ মাসের রাজস্ব আদায়-বকেয়ার হিসাব বিবরণী অবলোকন।

আলোচনা ঃ বিষয়টির উপর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৯-২০১০ আর্থিক সালে গৃহকর বাবদ মোট চলতি দাবী ২,৩৭,০০,০০০.০০ টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া ৫৭,১৫,৩৩৫.০০ টাকাসহ সর্বমোট দাবী ২,৯৪,১৫,৩৩৫.০০ টাকার মধ্যে ৩০ এপ্রিল, ২০১০ তারিখ পর্যন্ত মোট আদায় হয়েছে ২,৩১,৪৮,৮৯০.০০ টাকা। যার মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার গৃহকর বাবদ ৩২,৪৩,১৪৭.০০টাকা, ডিওএইচএস বনানী এলাকার গৃহকর বাবদ ৩১,৮৯,২১২.০০টাকা, ডিওএইচএস মহাখালী এলাকার গৃহকর বাবদ ৭৮,১১,৬৬০.০০ টাকা, ডিওএইচএস বারিধারা এলাকার গৃহকর বাবদ ৭৭,৪৮,১৭৬.০০ টাকা, ডিওএইচএস মিরপুর এলাকার গৃহকর বাবদ ৪৬,৯৯৪.০০ টাকা, কচুক্ষেত এলাকার গৃহকর বাবদ ১১,০৯,৭০১.০০ টাকা আদায় হয়েছে। এছাড়াও রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকান ভাড়া বাবদ ১,০৮,৬৫,৮৫৯.০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার বকেয়া গৃহকর আদায়ের নিমিত্তে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ মে, ২০১০ মাসের রাজস্ব আদায়-বকেয়ার হিসাব বিবরণী অবলোকন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ মে, ২০১০ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মে, ২০১০ মাসে আয় হয়েছে ৭,৯৮,০৪,২২১.০০ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৭,৮৩,০৫,৫০৯.০০ টাকা।

সিদ্ধান্ত ঃ মে, ২০১০ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ মে, ২০১০ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক অবস্থায় আছে। মশার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। আসন্ন বর্ষা মৌশুমে বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য ড্রেনসমূহ পরিষ্কার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ এপ্রিল, ২০১০ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন করা হলো।

চলমান পাতা-৩

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রসংগে ঃ-

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্রমিক নং-১ হতে ৬ এ উল্লেখিত ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার নিম্নবর্ণিত বাড়ীসমূহে নির্মিত ফ্ল্যাটসমূহ সংশ্লিষ্ট ক্রেতাগরে নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর করার জন্য বাড়ী/ফ্ল্যাটের মালিকগণ অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রের জন্য ডিজিএফআই-তে প্রেরণ করা হলে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের কর্তৃক নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্লটে কোন অননুমোদিত নির্মাণ নেই এবং বাৎসরিক গৃহকর হালনাগাদ পরিশোধ আছে। বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত ফ্ল্যাটগুলি সংশ্লিষ্ট ক্রেতার নিকট বিক্রয়/হস্তান্তর করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয় ঃ-

ক্রমিক নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতার/আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা এবং আবেদনের তারিখ	ক্রেতার নাম ও ঠিকানা	ডিজিএফআই এর ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
(১)	বাড়ী#১/বি, ফ্ল্যাট#৫-সি, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	মিসেস আফরোজা খান বাড়ী#১/বি, ফ্ল্যাট#৫-সি, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। ১৩ জুন, ২০১০	হাদিছা বেগম স্বামী- এস এম মাহফুজুল হক নূরুজ্জামান, বিপিএম ৭/এইচ, শেলটেক মনিহার ১৫৪/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।	১৬ জুন, ২০১০ তারিখের ১৩০০/১২০/৫৭/৫/চ নং পত্র।	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। ফ্ল্যাটটির বাৎসরিক গৃহকর ৩,৬৫০/- এবং জুন, ২০১০ পর্যন্ত পরিশোধ আছে।
(২)	বাড়ী#৬৬/এ, ফ্ল্যাট#বি-৫, রোড # ৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	বেগম জিয়াউল কুবরা মতিন স্বামী- লুৎফুল মতিন বাড়ী#৬৬/এ, রোড # ৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। ১২ নভেম্বর, ২০০৯	মিসেস মোহাম্মদী খানম স্বামী- জনাব মোঃ মেহমুদ হোসেন বাড়ী#৬৬/এ, ফ্ল্যাট#বি-৫, রোড # ৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	২১ মার্চ, ২০১০ তারিখের ১৩০০/১২০/৫৭/৫ নং পত্র।	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। ফ্ল্যাটটির বাৎসরিক গৃহকর ১১,২৫০/- এবং জুন, ২০১০ পর্যন্ত পরিশোধ আছে।
(৩)	বাড়ী#১৬/এইচ, ফ্ল্যাট#সি-৫, রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব মুহাম্মদ ফারুক খাঁন চেয়ারম্যান সামিট প্রপার্টিজ সামিট সেন্টার ১৮, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫। ০৬ মে, ২০১০	জনাব মোঃ শহিদ খাঁন পিতা- মরহুম এলেম খাঁন বাড়ী#১৬/এইচ, ফ্ল্যাট#সি-৫, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	১৬ জুন, ২০১০ তারিখের ১৩০০/১২০/৫৭/৫ নং পত্র।	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। গৃহকর নির্ধারণ করে পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি পরিশোধ করা হয়নি।
(৪)	বাড়ী#২৬/এ, ফ্ল্যাট#৫-বি (৬ষ্ঠ তলা), রোড # ৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব মোঃ হাসিবুল বাশার বাড়ী#২৬/এ, রোড # ৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা ঢাকা সেনানিবাস। ১৩ জানুয়ারি, ২০১০	ডাঃ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ ইউসুফ বাড়ী#২৭৩, রোড#২০, ডিওএইচএস মহাখালী ঢাকা সেনানিবাস।	১৬ জুন, ২০১০ তারিখের ১৩০০/১২০/৫৭/৫/গ নং পত্র।	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। ফ্ল্যাটটির বাৎসরিক গৃহকর নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
(৫)	বাড়ী#৫৯, ফ্ল্যাট#১-এ (২য় তলা), রোড #৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	সুকান্তা করিম বাড়ী#৫৯, রোড #৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর পিতা- মরহুম আব্দুল মান্নান ফ্ল্যাট#২/সি, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ স্টাফ কোয়ার্টার, ঢাকা সেনানিবাস।	১৬ জুন, ২০১০ তারিখের ১৩০০/১২০/৫৭/৫/ক নং পত্র।	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। ফ্ল্যাটটির বাৎসরিক গৃহকর ২২,১১৫/- টাকা জুন, ২০১০ পর্যন্ত পরিশোধ আছে।
(৬)	বাড়ী#৫৯, ফ্ল্যাট # ৩-এ (৪র্থ তলা), রোড #৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	ইঞ্জিঃ মোঃ আজিজুর রহমান (মিসেস প্রীতি করিম এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন এন্ড ডেভলোপমেন্ট লিঃ বাড়ী # ৬৭/বি, রোড# ১৫/এ (নতুন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯। ৩০/০১/২০১০	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান খাঁন, পিতা- মোঃ মতিউর রহমান বাড়ী#৫৯, ফ্ল্যাট#৩-বি, রোড#৭ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	১৭ মে, ২০১০ তারিখের ১৩০০/১২০/৫৭/৫ নং পত্র।	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। ফ্ল্যাটটির বাৎসরিক গৃহকর ২২,১১৫/- টাকা জুন, ২০১০ পর্যন্ত পরিশোধ আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোল্লিখিত ফ্ল্যাটগুলোর গৃহকর হালনাগাদ পরিশোধ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাগণের নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-৪

আলোচ্যসূচী-৬ ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত প্লট/ফ্ল্যাট নামজারী প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্রমিক নং-১ হতে ৫ এ উল্লেখিত ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার নিম্নবর্ণিত বাড়ীসমূহে নির্মিত ফ্ল্যাটগুলো প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে এবং বোর্ডসভার অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাগণের অনুকূলে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে বিধায় রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতাগণের নামে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটগুলো নামজারী করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয় ঃ-

ক্রমিক নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও তারিখ	ডিজিএফআই এর ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ	বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি পত্রের নং ও তারিখ	মন্তব্য
(১)	বাড়ী#৬৭/সি, ফ্ল্যাট #৫-সি রোড#৬এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব কনক ইসলাম পিতা- মরহুম বাচ্চু মিয়া বাড়ী#৬৭/সি, ফ্ল্যাট #৫/সি রোড#৬এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। তাং- ৪ মে, ২০১০	নং- ১৩০০/১২০/ ৫৭/৫ তাং- ২১ আগস্ট, ২০০৮	নং- ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং- ৬৭/সি/ফ্ল্যাট নং-৫-সি/১২ তাং- ১৭ মে, ২০০৯	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। উক্ত ফ্ল্যাটের বাৎসরিক গৃহ কর ৯,০০০/- টাকা জুন, ২০১০ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
(২)	বাড়ী#৬৭/সি, ফ্ল্যাট #৩-সি রোড#৬এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব মোঃ আবু নোমান পিতা- মরহুম হাজী শামসুল ইসলাম বাড়ী#৬৭/সি, ফ্ল্যাট #৩-সি রোড#৬এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। তাং- ৪ মে, ২০১০	নং- ১৩০০/১২০/ ৫৭/৫/ক তাং- ১২ মে, ২০০৮	নং- ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং- ৬৭/সি/ফ্ল্যাট নং-৩-সি/১১ তাং- ২৬ জানুয়ারি, ২০১০	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। উক্ত ফ্ল্যাটের বাৎসরিক গৃহ কর ৯,০০০/- টাকা জুন, ২০১০ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
(৩)	বাড়ী#১৬/এইচ, ফ্ল্যাট #সি-৩ রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) রুকসানা হামিদ বাড়ী#১৬/এইচ, ফ্ল্যাট #সি-৩ রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। ২৮/০১/২০১০	নং- ১৩০০/৩০/১০/ নিরাপত্তা তাং- ২৭ জুন, ২০০৮	নং- ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং- ১৬/এইচ/ফ্ল্যাট নং-সি-৩/১২ তাং- ০৫ আগস্ট, ২০০৯	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। গৃহকর নির্ধারণ করে পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি পরিশোধ করা হয়নি।
(৪)	বাড়ী#২৬/সি, ফ্ল্যাট #সি-৫ রোড#৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	নির্বেদিতা নার্গিস ইসলাম স্বামী- আজহারুল ইসলাম বাড়ী#২৬/সি, ফ্ল্যাট #সি-৫ রোড#৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস। ০৭/৬/২০১০	নং- ১৩০০/১২০/৫৭/৫ তাং-০৬ মে, ২০০৯	নং- ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং- ২৬/সি/ফ্ল্যাট নং-৫-সি/১৬ তাং- ০২ জুন, ২০০৯	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। ফ্ল্যাটটির বাৎসরিক গৃহকর ১১,২৫০/- টাকা জুন ২০১০ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
(৫)	বাড়ী#২৬/এ, ফ্ল্যাট #৩-বি রোড#৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	ডাঃ বাহাউদ্দিন মোঃ ইউসুফ পিতা- মরহুম মাওলানা হাবিবুর রহমান বাড়ী#২৭৩, রোড#২০, ডিওএইচএস মহাখালী ঢাকা সেনানিবাস। ১৪/৯/২০০৯	নং- ১৩০০/১২০/৫৭/৫ তাং-১৬ মার্চ, ২০০৯	নং- ঢাক্যাবো/ ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং- ২৬/এ/ফ্ল্যাট নং-৩-বি/১৭ তাং- ১৭ মে, ২০০৯	অননুমোদিত নির্মাণ নেই। ফ্ল্যাটটির বাৎসরিক গৃহকর নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোল্লিখিত ফ্ল্যাটগুলো রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতাগণের নামে নামজারী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-৭ ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নিয়োজিত নৈশ প্রহরীদের মাসিক বেতনের জন্য দোকান মালিক/ব্যবসায়ীদের নিকট হতে ধার্যকৃত চাঁদার হার কমানো প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ২১ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী- ৩২বিবিধ(৪) এর মাধ্যমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের নিরাপত্তা প্রহরীদের মাসিক চাঁদা ১০ হতে ৩০ বছরের মেয়াদী দোকানের ২০০/-টাকা এবং ১ হতে ৫ বছর মেয়াদী দোকানের ১৫০/- টাকা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ব্যবসায়ীদের ৫/৪/২০০৯ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা প্রহরীদের চাঁদা ১৮ মে, ২০০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১২ এর মাধ্যমে ২০০/- টাকার পরিবর্তে ১৭৫/- টাকা এবং ১৫০/- টাকার স্থলে ১২৫/- টাকা পুনঃ নির্ধারন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট কমিটির ১৯/৫/২০১০ তারিখের আবেদনে নিরাপত্তা প্রহরীদের চাঁদা কমিয়ে ১৭৫/- টাকা স্থলে ১৩০/- টাকা এবং ১২৫/- টাকার পরিবর্তে ১০০/- টাকা ধার্য করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ২৫/৪/২০১০ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/কমিটি/৮/২৪৭ নং পত্রে উক্ত চাঁদা পুনঃ নির্ধারন করা হয়। বিষয়টির ঘটনাত্তোর অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নিয়োজিত নৈশ প্রহরীদের মাসিক বেতনের জন্য ১০ হতে ৩০ বছর মেয়াদী দোকানের জন্য মাসিক ১৩০/- (একশত ত্রিশ) টাকা এবং অন্যান্য দোকানের জন্য মাসিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে চাঁদা প্রদানের বিষয়টি ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-৫

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থিত সি-২১৫ নং দোকানের বরাদ্দ/সালামী প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ৩০/৮/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-৩৭ বিবিধ(৪) এর মাধ্যমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের "এ" ও "বি" ব্লকের দোকান সমূহের সালামী ০৩(তিন) বছরের জন্য ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা ধার্য করা হয়েছিল। পরবর্তীতে "এ", "বি"ও "সি" ব্লকের মোট ৫২ টি দোকানের সালামী গত ১২/১০/২০০৯ তারিখের অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-২৮ বিবিধ(৭) এর মাধ্যমে ০৩(তিন) বছরের জন্য ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা ধার্য করা হয়। এতে একই ব্লকের দোকানের দুই রকমের সালামী ধার্য হয়েছে। ফলে সালামী নির্ধারণের ব্যাপারে বৈষম্য দেখা দিয়েছে। সুতরাং পূর্বের ধার্যকৃত সালামীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ণিত ৫২ টি দোকানের সালামী ৭০,০০০/-(সত্তর হাজার) টাকার স্থলে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা ধার্য করার জন্য ১৫/৪/২০১০ তারিখের অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১৭ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ডসভায় ৭০,০০০/-টাকার স্থলে ১,০০,০০০/- টাকার সালামী ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবেদনকারী রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের সি-২১৫ নং দোকানের মালিক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্পোরাল এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা । অধিকন্তু সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ উপকুলীয় এলাকার একজন বাসিন্দা বলে তার ৮/৬/২০১০ তারিখের আবেদনে উল্লেখ করেছেন এবং সে প্রেক্ষিতে দোকানের বরাদ্দ মেয়াদ ১০ বছর বহাল রেখে পূর্বের নিয়মে সালামী রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিশেষ বিবেচনায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ সি-২১৫ নং দোকানটির সালামী ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে বরাদ্দের মেয়াদ অন্যান্যদের মতো ০৩(তিন) বছরই বলবৎ থাকবে।

আলোচ্যসূচী-৯ ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থিত ডি-৮৯ নং দোকানের জব্দকৃত মালামাল নিলাম ও উক্ত দোকানটি নতুন বরাদ্দলাভকারীকে বুঝিয়ে দেয়া প্রসংগে।

আলোচনা ঃ বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ডি/৮৯ নং দোকানটি সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বৎসর ভিত্তিক বরাদ্দ ছিল। বিগত ০৫ বছর যাবত দোকানটি নবায়ন না করায় এবং দোকান ভাড়া পরিশোধ না করায় গত ২০ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১১ এর সিদ্ধান্ত মূলে উক্ত দোকানের বরাদ্দ বাতিল করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে দোকান মালিক জনাব মোঃ ফয়েজ উল্লাহ, পিতা-হাফেজ আব্দুর রব-কে গত ২১ মে, ২০০৯ তারিখের মধ্যে বোর্ডের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করে দোকানটি বোর্ড-কে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বলা হয়। অতঃপর ডি/৮৯ নং দোকানটি ইজারা প্রদানের জন্য গত ১৭ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে দরপত্র আহবান করা হলে জনাব ইখতিয়ার রহমান, পিতা-মোঃ খলিলুর রহমান, ১১৩০/৪, ইব্রাহিমপুর, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ১৩,৬০,৫৮৫/- (তের লক্ষ ষাট হাজার পাঁচশত পঁচাশি) টাকার সর্বোচ্চ দর প্রদান করা হয়। বিষয়টি ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১০ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদিত হয়। উক্ত দরের উপর ভ্যাট ও আয়করসহ ০৩ (তিন) কিস্তিতে জনাব ইখতিয়ার রহমান ১২,২৪,৫২৫/- (বার লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত পঁচিশ) টাকা অত্র দপ্তরে জমা করেছেন এবং দোকানটি তাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করেছেন। তাছাড়া উক্ত দোকানের পূর্বের ভাড়াটিয়া/ব্যবসায়ী জনাব মোঃ আবুল কালামকে গত ১৮/৪/২০১০ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমা/ডি/৮৯/১৭ নং পত্রে বোর্ডের যাবতীয় পাওনাদি পরিশোধ করে তার দোকানের মধ্যে রক্ষিত মালামাল অপসারণ করার জন্য পত্র দেয়া হলেও তিনি তা করেননি। রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের অস্থায়ীভাবে পূর্বে বরাদ্দকৃত ডি/৮৯ নং দোকানের মধ্যে রক্ষিত মালামাল অত্র দপ্তর কর্তৃক জব্দ করে গত ১৩/৫/২০১০ তারিখে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও দোকানের ব্যবসায়ী উক্ত মালামাল ফেরৎ নেয়ার জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন বা যোগাযোগ করেননি বিধায় উক্ত মালামাল প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রয় এবং দোকানটি ইজারা গ্রহীতা জনাব ইখতিয়ার রহমান এর বরাবর বুঝিয়ে যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ডি/৮৯ নং দোকান হতে জব্দকৃত মালামাল নিলামে বিক্রিসহ দোকানটি ইজারা গ্রহীতা জনাব ইখতিয়ার রহমান এর নিকট বুঝিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-৬

আলোচ্যসূচী-১০ ঃ স্বাধীনতা সরণির পশ্চিম পার্শ্বে নির্মাণাধীন মার্কেটের মামলা পরিচালনার জন্য বিল প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বস্থ কাফরুল মৌজার সিএস-৩১২ নং দাগে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মালিকানাধীন 'সি' শ্রেণীর জমিতে ০৪(চার) তলা বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে পত্রিকায় দোকান বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে মার্কেট নির্মাণ করতে গেলে উক্ত নির্মাণ কাজ স্থগিত করার জন্য জনৈক আনোয়ার হোসেনসহ কতিপয় ব্যক্তি মহামান্য হাইকোর্টে ৬৭৮৪/০৯ নং রীট পিটিশন মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তিবর্গ মহামান্য হাইকোর্টে সিইও, এমইও এবং প্রতিরক্ষা সচিবের বিরুদ্ধে ২৯/২০১০ নং আদালত অবমাননা মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলা পরিচালনার নিমিত্তে অত্র দপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা ৩৫,০০০/- টাকার বিল দাখিল করেছেন। উল্লেখ্য যে উভয় মামলাই মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ করে দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ সংশ্লিষ্ট মামলার খরচ বাবদ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার বিল অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-১১ ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটেস্থ জামে মসজিদের দোতলায় অবস্থিত 'মোহাম্মদীয়া আরাবিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতিম খানা'র কমিটি পুনর্গঠন প্রসংগে।

আলোচনা ঃ বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থিত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন মসজিদটি দোতলা বিশিষ্ট। উক্ত মসজিদের দোতলায় মোহাম্মদীয়া আরাবীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা আছে। কিন্তু মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানাটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত নয়। দীর্ঘদিন যাবৎ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মসজিদে উক্ত মাদ্রাসা পরিচালিত হলেও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। উল্লেখিত মাদ্রাসা ইয়াতীমখানা কমিটির বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে গত ০৯/০২/২০১০ তারিখে লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগ পত্রটি গত ২৮/২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১০ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করে ১৫/৩/২০১০ তারিখে একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ১৫/৪/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১৬ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে ঃ-

"স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুষ্ঠভাবে মাদ্রাসা পরিচালনার স্বার্থে দীর্ঘ দিনের বিদ্যমান কমিটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং এ সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে। উক্ত মাদ্রাসার নামে বিভিন্ন ব্যাংকে যে অর্থ গচ্ছিত আছে তা যেন উত্তোলন করতে না পারে এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজারকে অবহিত করা হক। সমাজের দানশীল ব্যক্তি ০২ (দুই) জন, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ০৫ (পাঁচ) জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রেভিনিউ অফিসার এবং রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট মসজিদের ইমাম এর সমন্বয়ে একটি এডহক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কমিটি পুরাতন কমিটির নিকট হতে যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। এডহক কমিটিকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মানিত সদস্য জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদকে অনুরোধ করা হলো।"

তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ০৪/৫/২০১০ তারিখের ২২৮ নং অফিস আদেশে পুরাতন কমিটি বাতিল করে অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে অত্র দপ্তরের ০৯/৫/২০১০ তারিখের ঢাক্যাবো/ রঃগঃসুঃমাঃ/মোঃহাঃমাঃ/৫৯ নং পত্রে সাবেক কমিটিকে ১০/৫/২০১০ তারিখের মধ্যে অয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাবসহ সমস্ত কাগজপত্রাদি নতুন কমিটির নিকট হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত দায়িত্ব নতুন কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। অধিকন্ত উক্ত মাদ্রাসা কমিটির সাবেক সভাপতি ১০/৬/২০১০ তারিখের এক পত্রে জানান যে, মাদ্রাসাটি বর্তমান স্থানে থাকায় কোন অসুবিধা হলে ০২(দুই) মাস সময় দিয়ে মাদ্রাসা অন্যত্র সরিয়ে নিতে প্রস্তুত আছেন। বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে মাদ্রাসাটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে সভায় সর্বসম্মতভাবে মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটেস্থ জামে মসজিদের দোতলায় অবস্থিত 'মোহাম্মদীয়া আরাবিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতিম খানা' কমিটির অভিপ্রায় মোতাবেক মাদ্রাসাটি ৩১ আগস্ট, ২০১০ তারিখের মধ্যে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-৭

আলোচ্যসূচী-১২ ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন ০৭(সাত)টি যানবাহন সংকেত বাতি বাৎসরিক মেরামত কাজে নিয়োজিত আরএফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর চুক্তির মেয়াদ, মালামাল সরবরাহ এবং মাসিক বিল বর্ধিতকরণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন ০৭টি যানবাহন সংকেত বাতি যথাক্রমে (১) হাজী মহসিন ক্রসিং (২) শহীদ আনোয়ার নিকটবর্তী চৌরাস্তার ০২টি ক্রসিং (৩) আইবি গেট ক্রসিং (৪) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট এমপি চেকপোস্ট ক্রসিং (৫) সেনাসদর প্রবেশ গেইট ক্রসিং (৬) সেনাসদর বাহির গেইট ক্রসিং সর্বমোট ০৭টি যানবাহন সংকেত বাতি বাৎসরিক মেরামত কাজে নিয়োজিত আরএফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১০ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। উল্লেখ্য যে, বোর্ডসভার অনুমোদনক্রমে বর্তমানে প্রতিটি পয়েন্ট মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিটি পয়েন্ট মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকার স্থলে ২,৫০০/-(দুই হাজার পাঁচশত) টাকায় বৃদ্ধি করে মেরামত কাজে প্রয়োজনীয় মালামাল যথা রিলে, তার, কন্ট্রোলার, পোল, হুড ইত্যাদি সরবরাহসহ চুক্তির মেয়াদ ০১ জুলাই, ২০১০ তারিখ থেকে ৩০ জুন, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন ০৭(সাত)টি যানবাহন সংকেত বাতি বাৎসরিক মেরামত কাজের জন্য মাসিক ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকায় ০১ জুলাই, ২০১০ তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত চুক্তি সম্পাদনসহ প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহের চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-১৩ ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকায় বাড়ী নির্মাণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত নকশাসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ-

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	প্লট নম্বর	এলাকার নাম	মন্তব্য
(১)	বিএসএস-৬৪৫ লেঃ কর্ণেল শেখ রায়হান আলী, পিএসসি (অবঃ)	৩০৮	বারিধারা ডিওএইচএস	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (আভ্যন্তরীন পরিবর্তন)
(২)	বিডি-৭০১৫ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ খোরশেদ আলম চৌধুরী (অবঃ)	৬৬৪	মিরপুর ডিওএইচএস	নতুন ০৬ (ছয়) তলা ভবন
(৩)	বিএ-২০৭৯ ব্রিগেঃ জেনাঃ আবুল বাশার ইমামুজ্জামান, পিএসসি	৫৮৯	মিরপুর ডিওএইচএস	০২টি প্লটে যৌথভাবে নতুন ছয়তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ।
	বিএ-১১০০৯৯ লেঃ কর্ণেল এ ইউ এম সাদ উল্লাহ	৫৮৭		
(৪)	মিসেস হাসিনা রহমত	৬৬/সি	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা	সংশোধিত ০৬ তলা (4^{th} Floor এর স্থলে 1^{st} Floor এবং 1^{st}, 2^{nd} & 3^{rd} Floor এর স্থলে 2^{nd} & 3^{rd} & 4^{th} Floor সংশোধন)

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, উল্লেখিত ০৪ (চার) টি নকশা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন মোতাবেক কারিগরীভাবে সঠিক আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ক্রমিক নং-১ থেকে ৪ এ উল্লেখিত মোট ০৪ (চার) টি নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উল্লেখ্য যে, ক্রমিক নং-৪ এর নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে রাস্তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে।

চলমান পাতা-৮

আলোচ্যসূচী-১৪ ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগে ঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	এমইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০০৭ মোতাবেক মূল্যানুমান	মন্তব্য
(১)	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার ০৩টি রাস্তা প্রশস্তকরণসহ কার্পেটিং কাজ। (ক) রোড নং-৬ ও ১১ (খ) প্লট নং- ৩৭০ হতে জিই (আর্মি) মিরপুর পর্যন্ত (গ) প্লট নং-১৫৬ হতে ৫৬১ পর্যন্ত	 ২৭,৬৭,৩২০/- টাকা ১৯,৬২,১৬৯/- টাকা ১,০৯,৩৫,৯৬৬/- টাকা	মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিল
(২)	ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন শিশু পার্কে মাটি ভরাটকরণ কাজ।	১৮,০০,০০০/- টাকা	অনুদান
(৩)	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি মেরামত, সার্ভিসিং ও ওভারহোলিং কাজ।	১,৪৫,০০০/- টাকা (বাজার দর)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(৪)	শহীদ সরণির বিভিন্ন স্থানে পটহোল মেরামত, রোড মার্কিংকরণ ও অপ্রয়োজনীয় রোড মার্কিং বিটুমিনাস সীলকোট ও পেইন্টিং দ্বারা মোছার কাজ।	৬০,০০০/- টাকা	বোর্ড ফান্ড
(৫)	শহীদ সরণি সংলগ্ন ৯০১ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ বাস স্টপ মেরামত ও সেনাকুঞ্জের প্রবেশ গেইটের দক্ষিণ পার্শ্বে ফুটপাত ভেঙ্গে রাস্তা প্রশস্তকরণ।	৯৬,৫০২/- টাকা	বোর্ড ফান্ড
(৬)	ঢাকা সেনানিবাসের ২০টি শিশু পার্ক মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও রংকরণ কাজ।	১,৫০,০০০/- টাকা	বোর্ড ফান্ড
(৭)	ঢাকা সেনানিবাসস্থ জিয়া কলোনীর এমপি চেকপোষ্ট সংলগ্ন রিকশা পার্কিং এর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ড্রেন ও ব্রিক সলিং কাজ।		বোর্ড ফান্ড
(৮)	আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল শাখার পশ্চিম পার্শ্বের বাসস্টপের হার্ডস্ট্যান্ডের কাঁচা অংশ সলিংকরণ।	৪২,৬৩২/- টাকা	বোর্ড ফান্ড

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, উর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে ক্রমিক নং-১ এবং (২) এর মূল্যানুমান যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোল্লিখিত ০৮ (আট) টি কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। ক্রমিক নং-৩ এ বর্ণিত কাজের জন্য দরপত্র/কোটেশন আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক। অবশিষ্ট ০২ টি ক্রমিকে বর্ণিত ০৪(চার)টি কাজের মধ্যে ক্রমিক নং-১(গ) এ বর্ণিত রাস্তার কাজটি ১৬ ইসিবি কর্তৃক যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে উক্ত অর্থ যথাসময়ে অধিনায়ক ১৬, ইসিবি, মিরপুর, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে জরুরী ভিত্তিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

১৫ বিবিধ (১) ঃ মহাখালী ডিওএইচএস এর নির্মিতব্য শপিং কমপ্লেক্সের অফিস/দোকান ইজারা প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় একটি ০৪ (চার) তলা বিশিষ্ট শপিং কমপ্লেক্সে নির্মাণ করা হবে। উক্ত শপিং কমপ্লেক্সে নিম্নবর্ণিত দোকান/স্পেস রয়েছে ঃ -

১।	স্টোরসহ সুপার মল (সেমিবেসমেন্ট ও ফাস্ট ফ্লোর)	=	৩৪৫৬.৯৪ বর্গফুট বিশিষ্ট।
২। (ক)	এটিএম বুথ (২য় তলা)	=	২ টি, প্রতিটি ১০৯.৬০ বর্গফুট বিশিষ্ট।
(খ)	ব্যাংক (২য় তলা)	=	১৫০৭.৯৩ বর্গফুট বিশিষ্ট।
(গ)	দোকান (২য় তলা)	=	০৩ টি, প্রতিটি ২৩৫.৭৩ বর্গফুট বিশিষ্ট।
৩।	দোকান (৩য় তলা)	=	০৫ টি, বিভিন্ন সাইজের।
৪।	ক্যাফেটোরিয়া {কিচেন ও স্টোরসহ (৪র্থ তলা)}	=	১৯৯৩.৬০ বর্গফুট বিশিষ্ট।

উক্ত দোকান/অফিস স্পেস ইজারার দিয়ে প্রাপ্য সেলামীর অর্থ দ্বারা মার্কেটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে বিধায় দোকান/অফিস স্পেস ইজারা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় নির্মিতব্য শপিং কমপ্লেক্স এর দোকান/অফিস স্পেস ইজারা প্রদানের নিমিত্তে জরুরী ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করা হোক।

চলমান পাতা-৯

১৫ বিবিধ (২) ঃ রিকশা লাইসেন্স বরাদ্দ প্রসংগে

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় চলাচলের নিমিত্তে ইতোপূর্বে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ১০০২ টি রিকসা লাইসেন্স বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ঢাকা সেনানিবাসে লাইসেন্স বিহীন রিক্সা চলাচল রোধকল্পে ২৭ আগষ্ট,২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার আলোচ্যসূচী-২ এর গৃহীত সিদ্ধান্তে আরও ৫০০ টি রিক্সা লাইসেন্স বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে ৫০০ টি রিক্সা লাইসেন্স প্রদান করার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং ১১৮ টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। উক্ত আবেদনসমূহ ২৬ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-২১ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের বিপরীতে প্রত্যেককে ০১(এক) টি করে রিকসা লাইসেন্স বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে বরাদ্দকৃত রিক্সা লাইসেন্স এর সংখ্যা ১১২০ টি, তন্মধ্যে ০৫ (পাঁচ) বছর নবায়ন না করায় ১৫ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১৫ এর মাধ্যমে ৪৭ টি রিক্সা লাইসেন্স বরাদ্দ বাতিল করা হয়। বর্তমানে রিকসা লাইসেন্স বরাদ্দের জন্য ৫৯ টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত আবেদনসমূহের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের বিপরীতে প্রত্যেককে একটি করে রিকশা লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১৫ বিবিধ (৩) ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ব্যক্তিগত উদ্যোগে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমতি প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য গত ২০/৬/২০১০ তারিখে জনাব মেহেদী হাসান নজরুলসহ অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ অত্র দপ্তরে আবেদন দাখিল করেছেন। উল্লেখ্য যে উক্ত আবেদন পত্রে মাননীয় বানিজ্য মন্ত্রী মহোদয় সুপারিশ করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহেরর জন্য একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রণয়ন করে বিষয়টি আগামী বোর্ডসভায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১৫ বিবিধ (৪) ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগে ঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০৭ মোতাবেক	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
(১)	ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের ওয়ার্ড, কেবিন ও অন্যান্য রুমের জন্য অটোবি'র ফার্নিচার, বেড সাইড চেষ্ট অব ড্রয়ার, টেবিল ও ফিক্সড ভিজিটর'স চেয়ার ক্রয়।	বাজার দর	অটোবি লিঃ	১,৯৮,৭২৯/- টাকা	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত চ-১-খ ঘটনোত্তর অনুমোদন। প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মিনিটশীটের মাধ্যমে অনুমোদিত।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উপরোক্ত সরবরাহ কাজটি সম্পাদনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং গ্যারিসন ডিউটি অফিসার এর উপস্থিতিতে দরপত্র বাক্স খোলা হয়। প্রাপ্ত দরসমূহ Tender Evaluaiton Committee এর মতামতসহ সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে উপরোল্লিখিত কাজের দরগুলো নিম্নবর্ণিতভাবে অনুমোদন করা হলো ঃ-

ক্রমিক নং	অনুমোদিত দর	মন্তব্য
১	১,৯৮,৭২৯/- টাকা	

চলমান পাতা-১০

১৫ বিবিধ (৫) ঃ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৯ নং প্লটের উত্তরাধিকারীদের নামে কোর্টের সোলেনামা অনুসারে ফ্ল্যাট ভিত্তিক নামজারী প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৯ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর মালিক মিসেস প্রীতি করিম, স্বামী- রেজাউল করিম উভয়ের মৃত্যুর পর যৌথভাবে উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি নামজারী করা হয়। পরবর্তীতে ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতের দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১১০২/২০০৭ এর মাধ্যমে উক্ত প্লটে নির্মিত বাড়ীর ফ্ল্যাটগুলো নিম্নবর্ণিতভাবে উত্তরাধিকারীদের নামে বন্টন করা হয় ঃ-

ক্রমিক নং	উত্তরাধীকারীর নাম	ফ্ল্যাট ও অন্যান্য
(১)	শান্তনু করিম	২/এ (৩য় তলা) ৪/সি (৫ম তলা) ৫/এ (৬ষ্ঠ) গাড়ী পার্কিং ঃ ২/এ/১, ২/এ/২, ৪/সি এবং ৫/এ
(২)	সুকান্তা করিম	১/এ (২য় তলা) ২/বি (৩য় তলা) গাড়ী পার্কং ঃ ১/এ ও ২/বি

সিদ্ধান্ত ঃ বিজ্ঞ আদালতের সোলেনামার ভিত্তিতে উপরোক্ত ভাবে ফ্ল্যাট ভিত্তিক নামজারী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১৫ বিবিধ (৬)ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে মাস্টার রোলে নিয়োজিত নার্সারী সুপারভাইজার, দৈনিক ড্রাইভার এবং দৈনিক শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে মাস্টার রোলে নিয়োজিত দৈনিক নার্সারী সুপারভাইজার এবং ড্রাইভার এর মজুরী প্রতিদিন ২০০/- টাকা, দৈনিক শ্রমিক এর মজুরী প্রতিদিন ১৫০/- টাকা হারে পরিশোধ করা হয়। বর্তমান বাজার থেকে দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করানোর জন্য ২৫০/- টাকার নিচে কোন শ্রমিক পাওয়া যায় না বিধায় দৈনিক নার্সারী সুপারভাইজার, ড্রাইভার ও শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ মাস্টার রোলে নিয়োজিত দৈনিক নার্সারী সুপারভাইজার এবং ড্রাইভার এর মজুরী প্রতিদিন ২৫০/- টাকা, দৈনিক শ্রমিক এর মজুরী প্রতিদিন ২০০/- টাকা হারে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১৫ বিবিধ (৭) ঃ সদর দপ্তর ডিজিএফআই এর ১৪ তলা অফিস কমপ্লেক্স সংলগ্ন 'এ' ব্লকে কার পার্কিং তৈরীকরণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচানায় জানা যায় যে, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের ০৬ জুন, ২০১০ তারিখের ১০১/৩৯/কমপ্লেক্স/কিউ নং পত্রের মাধ্যমে সদর দপ্তর ডিজিএফআই এর ১৪ তলা অফিস কমপ্লেক্স সংলগ্ন 'এ' ব্লকের ৩০টি খালি দোকান অপসারণ সাপেক্ষে উক্ত স্থানে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের খরচে কার পার্কিং সুবিধাসহ একটি গার্ডরুম নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। যেহেতু জমির মালিকানা ডিজিএফআই কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা সম্ভব নয় সেহেতু উক্ত স্থানে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের খরচে কার পার্কিংসহ গার্ডরুম নির্মাণের করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সদর দপ্তর ডিজিএফআই এর ১৪ তলা অফিস কমপ্লেক্স সংলগ্ন 'এ' ব্লকে কার পার্কিং ও গার্ডরুম নির্মাণের জন্য ২৭,৭৬,২৫০/- (সাতাশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। বোর্ড ফান্ড হতে উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় সংকুলান করা যেতে পারে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

চলমান পাতা-১১

(২) আলোচনা ঃ আলোচনায় মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ এর সেক্রেটারী জানান যে, মিরপুর ডিওএইচএস এর কিছু নির্মাণাধীন বাড়ীতে অননুমোদিত নির্মাণ করা হচ্ছে। যা অপসারণ করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ ০৭(সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করে অননুমোদিত নির্মাণ ভেঙ্গে অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

(৩) আলোচনা ঃ মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ এর সেক্রেটারী উক্ত এলাকায় পাইপ ড্রেন, রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় মর্মে সভায় মত প্রকাশ করেন। পাইপ ড্রেন, রাস্তা ইত্যাদির কাজ শেষ না হওয়ায় উক্ত এলাকায় জন ও যান চলাচলে বিঘ্ন হচ্ছে এবং নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ঃ মিরপুর ডিওএইচএস এর পাইপ ড্রেন এবং রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ নাজমুছ সাদাত সেলিম)
সেক্রেটারী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(কর্ণেল তানভির হাসান মজুমদার)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার
ঢাকা সেনানিবাস।